দশম অধ্যায়

ভ্রমজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান—উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তি এবং স্মৃতির প্রকার

পাঠ্য বিষয় ঃ মিথ্যাত্বের উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তি ঃ (১) প্রাভাকর সম্প্রদায়ের অখ্যাতিবাদ। (২) অযথার্থ অনুভবের তিনটি প্রকার—সংশয়, বিপর্যয় ও তর্ক। প্রমাণের সহায়করূপে তর্ক। স্মৃতির দুটি প্রকার।]

❑ ১০. তর্কদীপিকা ঃ

ননু সর্বেষাং জ্ঞানানাং যথার্থত্বাৎ অযথার্থজ্ঞানমেব নাস্তীতি। ন চ 'শুক্তাবিদং রজতম্' ইতি জ্ঞানাৎ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ অন্যথাখ্যাতি-সিদ্ধিরিতি বাচ্যম্। রজতস্মৃতি-পুরোবর্তি-জ্ঞানাভ্যামেব প্রবৃত্তি-সম্ভবাৎ। উপস্থিতেষ্ট-ভেদাগ্রহস্যৈব সর্বত্র প্রবর্তকত্বেন 'নেদং রজতম্' ইত্যাদৌ অতিপ্রসঙ্গাভাবাদিতি চেৎ। ন। সত্যরজতস্থলে পুরোবর্তি-বিশেষ্যক-রজতত্ব প্রকারক-জ্ঞানস্য লাঘবেন প্রবৃত্তিজনকতয়া শুক্তাবপি রজতার্থি-প্রবৃত্তিজনকত্বেন বিশিষ্টজ্ঞানসৈব কল্পনাৎ।

❑ ১০. ভ্রমজ্ঞানের উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তি (বিষয়টি ৯.৪. এ আলোচিত হয়েছে)

❑ ১০.১. ভ্রম সম্বন্ধে প্রাভাকর সম্প্রদায়ের অখ্যাতিবাদ ঃ

ন্যায়-সম্প্রদায় দুপ্রকার অনুভবাত্মক জ্ঞান স্বীকার করেন যথার্থ (প্রমা) এবং অযথার্থ (অপ্রমা)। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'তদ্বতি তৎ প্রকারকঃ' এবং অযথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন 'তদ্‌ভাববতি (তৎ-অভাববতি) তৎপ্রকারকঃ। প্রথম লক্ষণবাক্যটির অর্থ হল, 'যে পদার্থ যে ধর্মবিশিষ্ট সেই পদার্থ সম্বন্ধে যদি তৎপ্রকারক অনুভব হয়, তাহলে সেই অনুভবাত্মক জ্ঞান হবে যথার্থ বা প্রমা। দ্বিতীয় লক্ষণবাক্যটির অর্থ হল, 'যে পদার্থে যে ধর্মের অভাব থাকে সেই পদার্থকে যদি সেই ধর্মবিশিষ্টরূপে (তৎপ্রকারকরূপে) অনুভব হয়, তাহলে সেই অনুভবাত্মকজ্ঞান হবে অযথার্থ—ভ্রমাত্মকজ্ঞান।' নৈয়ায়িক বলেন, আমাদের যেমন যথার্থজ্ঞান হয়, তেমনি কখনো কখনো ভ্রমাত্মক জ্ঞানও হয় ; আমাদের যেমন 'রজ্জুকে রজ্জুরূপে', 'শুক্তিকে শুক্তিরূপে' যথার্থ জ্ঞান হয়, তেমনি আবার ক্ষেত্রবিশেষে 'রজ্জুকে সর্পরূপে', 'শুক্তিকে রজত'রূপে ভ্রমাত্মকজ্ঞানও হয়। কাজেই, অযথার্থজ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞানকে অস্বীকার করা যায় না। ন্যায়-সম্প্রদায় মতে, তাই, জ্ঞান দুই প্রকার—যথার্থ ও অযথার্থ বা ভ্রমজ্ঞান। **এক ধর্মীকে অন্য ধর্মীর ধর্ম দ্বারা জানাই হল ভ্রমজ্ঞান।** যেমন, 'শুক্তিতে রজতভ্রমে'র ক্ষেত্রে সম্মুখবর্তী শুক্তিতে শুক্তির শুক্তিত্বধর্মের পরিবর্তে রজতের রজতত্বধর্ম আরোপ করার জন্যই এ প্রকার ভ্রমজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। ভ্রমজ্ঞানের মূলে হল দোষ—পরিবেশজনিতদোষ, পিত্তাদিদোষ, ইত্যাদি।

প্রাভাকর মীমাংসকগণ যথার্থ ও অযথার্থজ্ঞানের (ভ্রমজ্ঞানের) মধ্যে উপরোক্ত প্রকার ভেদ অস্বীকার করে বলেন, 'ননু সর্বেষাং জ্ঞানানাং যথার্থত্বাৎ অযথার্থজ্ঞানমেব নাস্তীতি'—'জ্ঞানমাত্রই যথার্থ, অযথার্থজ্ঞান বা ভ্রম বলে বাস্তবিক কিছু নেই।'

প্রাভাকর মীমাংসকগণ প্রমা ও অপ্রমার মধ্যে কোন ভেদ স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, সবজ্ঞানই প্রমা। জ্ঞানমাত্রই স্বতঃগ্রাহ্য এবং যথার্থ। 'অযথার্থজ্ঞান' বলে বস্তুত কিছু নেই। যাদের আমরা সাধারণত ভ্রমজ্ঞান বলি, যেমন—'রজ্জুতে সর্পভ্রম', 'শুক্তিতে রজতভ্রম', ইত্যাদি, —**সেসবের কোনটিও একটি জ্ঞান অর্থাৎ বিশিষ্টজ্ঞান নয় ; তাদের প্রত্যেকটি দুটি ভিন্নজ্ঞানের সমষ্টি বা সমন্বয়। ব্যবহারজনিত দোষের ফলে এসব ভ্রমজ্ঞানকে বিশিষ্ট একটি জ্ঞানরূপে গ্রহণ করার জন্যই অর্থাৎ দুটি জ্ঞানের যে ভেদ তা গ্রহণ না করার জন্যই ভ্রমজ্ঞান হয়।** অন্যভাবে বলা যায়, দুটি ভিন্নজ্ঞানের ভেদ বুঝতে না পারার জন্যই তথাকথিত ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয়। **প্রাভাকরদের ভ্রম সম্পর্কে এ প্রকার মতবাদ 'অখ্যাতিবাদ' নামে পরিচিত।** এখানে 'খ্যাতি' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' আর 'অখ্যাতি' শব্দের অর্থ **'ভেদ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব'।** প্রাভাকর মীমাংসক মতে, ভ্রমজ্ঞানের দুটি ভিন্ন জ্ঞানই যথার্থ এবং তাদের বিষয়দুটিও ভিন্নভাবে সৎ। এদুটি জ্ঞানের একটি জ্ঞান **প্রত্যক্ষ, অন্যটি স্মরণাত্মক।**

প্রাভাকর বলেন, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হলে অথবা শুক্তিতে রজতজ্ঞান হলে আমরা স্বভাবত সেই জ্ঞানকে বিশিষ্ট **একটি জ্ঞান** মনে করে তাকে 'অযথার্থ' বলি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঐসব তথাকথিত ভ্রমজ্ঞানের কোনটিতেও একটি অখণ্ডজ্ঞান হয় না, প্রতি ক্ষেত্রে দুটি ভিন্নজ্ঞানের সমাবেশ ঘটে। ঐ দুটি ভিন্নজ্ঞানের একটি হল 'পুরোবর্তী কোন বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান' এবং অন্যটি হল 'অন্য কোন বস্তুর স্মরণাত্মক জ্ঞান'। যেমন—শুক্তিতে (ঝিনুকে) 'ইহা রজত', এই প্রকার জ্ঞান হলে 'ইহার' জ্ঞান পুরোবর্তী (সম্মুখবর্তী) 'কোন এক বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান' এবং 'রজতজ্ঞান' 'স্মরণাত্মক বা স্মৃতিজ্ঞান।' শুক্তির চাকচিক্যের সঙ্গে রজতের চাকচিক্যের সাদৃশ্য থাকায় ঐ সাদৃশ্যবশত পুরোবর্তী 'ইহা'র প্রত্যক্ষে পূর্বজ্ঞাত ও দূরস্থিত 'রজতে'র স্মরণ হয়।

প্রাভাকর মীমাংসক মতে, **তথাকথিত ভ্রমজ্ঞান স্থলে দুটি জ্ঞানই যথার্থ** (অর্থাৎ প্রমা), কোনটিও অযথার্থ (অর্থাৎ অপ্রমা) নয়। জ্ঞানমাত্রই স্বতঃগ্রাহ্য, স্বয়ংপ্রকাশ এবং সেজন্য জ্ঞানমাত্রই প্রমা বা যথার্থ। তবে, প্রাভাকর বলেন, তথাকথিত ভ্রমজ্ঞানের ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন জ্ঞান যথার্থ (প্রমা) হলেও কোন একটি জ্ঞানও এক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না, আংশিকরূপে প্রকাশ পায়, এবং জ্ঞান দুটি ঐ প্রকার আংশিকভাবেই **যথার্থ।** যেমন, উপরিউক্ত ক্ষেত্রে, 'ইহা'র (অর্থাৎ 'কোন এক বস্তুর') প্রত্যক্ষজ্ঞানে 'শুক্তি' প্রকাশিত না হওয়ায় (অর্থাৎ 'ইহা শুক্তি', এভাবে জ্ঞানটি প্রকাশিত না হওয়ায়) 'ইহা-জ্ঞান' আংশিক সত্য। তেমনি, 'রজত'-বিষয়ক স্মৃতিজ্ঞানে **'সেই** রজত'—এ প্রকার জ্ঞান (শুক্তির চাকচিক্য প্রভৃতি গুণের সঙ্গে সাদৃশ্যবশত পূর্বজ্ঞাত **'সেই** রজতে'র স্মরণ হয়) না হওয়ায় রজতের স্মৃতিজ্ঞানটিও আংশিক সত্য। প্রত্যক্ষজ্ঞান 'ইহা' অংশে যে 'রজতে'র ভেদ আছে তা প্রকাশ পায় না ; তেমনি আবার স্মরণাত্মক 'রজত' অংশে যে 'সেই রজতের' ভেদ আছে তাও প্রকাশ পায় না। প্রত্যক্ষজ্ঞানের 'ইহা' অংশে যে 'স্মরণাত্মক রজতের' ভেদ আছে তা 'খ্যাত' অর্থাৎ জ্ঞাত হয় না বলেই (অর্থাৎ ভেদ 'অখ্যাত' থাকে বলেই) তথাকথিত ভ্রমজ্ঞান হয়। আসলে, **তথাকথিত ভ্রমজ্ঞানস্থলে যে দুটি ভিন্নজ্ঞানের—প্রত্যক্ষজ্ঞান ও স্মরণাত্মকজ্ঞানের—সমাবেশ হয় তাদের ভেদগ্রহণ না হওয়ার জন্যই—ভেদখ্যাত বা জ্ঞাত না হওয়ার জন্যই—আমাদের ঐ প্রকার ভ্রমজ্ঞান জন্মায়। ভ্রমজ্ঞান হল, বিবেকের অখ্যাতি বা ভেদের অগ্রহ অর্থাৎ ভেদজ্ঞানের অভাব।** দুটি ভিন্নজ্ঞানের ভেদ

উপলব্ধি করতে না পারার জন্যই ভ্রম উৎপন্ন হয়। শুক্তিতে রজতভ্রমকালে শুক্তির আংশিক প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং রজতের আংশিক স্মৃতিজ্ঞানের মধ্যে ভেদ নিরূপিত হয় না এবং ঐ দুটি জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারার জন্যই কোন ব্যক্তির রজত প্রাপ্তির প্রবৃত্তি হয়। উপস্থিত বস্তু (শুক্তি) এবং কাঙ্ক্ষিত বা ইষ্ট স্মরণাত্মক বস্তুর (রজতের) মধ্যে ভেদ নির্ণয় করতে না পারার জন্যই ভ্রম হয়। কাজেই, তথাকথিত ভ্রম কোন জ্ঞান নয়, ভ্রম হয় **ব্যবহারে**—দুটি ভিন্ন জ্ঞানকে একটি বিশিষ্ট জ্ঞানরূপে ব্যবহারে।

এখানে একটি আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে এবং অন্নংভট্ট প্রাভাকর মীমাংসকদের অখ্যাতিবাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটিকে একটি **মুখ্য** অভিযোগরূপে উল্লেখ করেন। ভ্রম সম্পর্কে প্রাভাকর মতবাদ নেতিবাচক অভিমত—দুটি ভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে **ভেদ নির্ণয় না করতে পারার** জন্যই, উপরোক্ত উদাহরণে পুরোবর্তী প্রত্যক্ষের বিষয় 'ইহা' এবং স্মরণাত্মক ইষ্টবস্তু 'রজতের' মধ্যে **'ভেদ নির্ণয় করতে না পারার** জন্যই', ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভ্রমের এ প্রকার নেতিবাচক ব্যাখ্যায় ভ্রমজ্ঞানের সঠিক ব্যাখ্যা হয় না, কেননা **ভ্রমজ্ঞানের একটি ইতিবাচক দিকও আছে।** বাস্তবিক পক্ষে, ভ্রমজ্ঞানে এক ধর্মীতে যখন ভিন্ন ধর্মীর গুণ আরোপিত হয়, যেমন 'শুক্তিতে রজতভ্রমে' যখন শুক্তিতে শুক্তির ধর্ম 'শুক্তিত্ব' আরোপিত হবার পরিবর্তে রজতের ধর্ম 'রজতত্ব' আরোপিত হয়, **তখন আমাদের অপরোক্ষ অনুভবে দুটি** ভিন্নজ্ঞানের **সমাবেশ ঘটে না, তৎপরিবর্তে পুরোবর্তী বস্তুটি (যথা শুক্তিটি) ভিন্নধর্মীর (যথা রজতের) বিশেষণে বিষেষিত হয়ে একটি অখণ্ডজ্ঞানরূপে প্রতিভাত হয়,** এবং এই প্রকারে প্রতিভাত হয় বলেই ব্যক্তিবিশেষের **রজতলাভের প্রবৃত্তি** দেখা দেয়। ভ্রমজ্ঞান দুটি ভিন্নজ্ঞানের ভেদ না জানার জন্য নয়,কেননা ভ্রমজ্ঞানে দুটি জ্ঞান থাকে না, **ভ্রমজ্ঞান একটি জ্ঞান এবং** বিশিষ্টজ্ঞান। **শুক্তিতে 'ইহা রজত'জ্ঞানে দুটি ভিন্নজ্ঞান থাকে না, একটি** বিশিষ্টজ্ঞান **থাকে, যদিও সেক্ষেত্রে কতকগুলি 'দোষ' বশত শুক্তিতে শুক্তিত্বধর্ম** আরোপিত **না হয়ে রজতের ধর্ম রজতত্ব আরোপিত হয়।** এর ফলে শুক্তি রজতরূপে প্রতিভাত হয়। ন্যায় সম্প্রদায়ের মতে, **ভ্রমজ্ঞানের প্রাভাকর সম্মত** নেতিবাচক **ব্যাখ্যা অপেক্ষা এপ্রকার ইতিবাচক ব্যাখ্যা অনেক বেশি সন্তোষজনক।**

ন্যায়মত অনুসরণ করে অন্নংভট্ট প্রাভাকর মতাবলম্বীদের অখ্যাতিবাদের (ভ্রম সম্পর্কে মতবাদের) বিরুদ্ধে **অপর এক আপত্তি** উত্থাপন করেন **ঃ ভ্রমজ্ঞানের 'বাধ' প্রসঙ্গে আপত্তি।** তাৎপর্য হল—প্রাভাকরদের অনুসরণ করে জ্ঞানমাত্রকেই যথার্থ বললে 'নেদং রজতম্' (ইহা রজত নয়), এই আকারে বাধজ্ঞান হতে পারে না ; কিন্তু 'নেদং রজতম্' আকারে বাধজ্ঞানকে, অস্বীকার করা চলে না। যেমন—শুক্তির স্থলে 'ইদং রজতম্' বা 'ইহা রজত' এমন জ্ঞান হলে, জ্ঞাতার রজত -প্রাপ্তির প্রবৃত্তি হয় এবং পরিণামে রজতপ্রাপ্তি না হলে তার 'নেদং রজতম্'—'ইহা রজত নয়', এমন একটি বাধজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এখন, 'নেদং রজতম্' আকারে বাধজ্ঞান স্বীকার করলে, পূর্ববর্তী সংশোধনযোগ্য 'ইদং রজতম্' এই জ্ঞানটিকে একটি বিশিষ্টজ্ঞান এবং ভ্রমজ্ঞানরূপে স্বীকার করতে হবে, না হলে 'নেদং রজতম্' আকারের বিশিষ্ট জ্ঞানকে 'বাধজ্ঞান' বলা যাবে না। বাধজ্ঞানের দ্বারা **যে জ্ঞান সংশোধিত হয় তাকে 'যথার্থজ্ঞান' বলা চলে না, 'অযথার্থ' বা** 'ভ্রমাত্মক বলতে হয়। তাহলে মানতে হয় যে, 'নেদং রজতম্' বাধজ্ঞানের পূর্ববর্তী জ্ঞান 'ইদং

রজতম্' যথার্থজ্ঞান নয়। তা হল অযথার্থ বা ভ্রমাত্মক। তাহলে, জ্ঞানমাত্রই যথার্থ নয় ভ্রমজ্ঞানও দুটি যথার্থজ্ঞানের সমন্বয় নয়। ভ্রমজ্ঞান একটি জ্ঞান এবং বিশিষ্টজ্ঞান।

পরিশেষে **অন্নংভট্ট 'লাঘব-ন্যায়ের' উল্লেখ করে ভ্রম সম্পর্কে প্রাভাকর অভিমত খণ্ডন করেন।** যথার্থজ্ঞান এবং অযথার্থজ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞানের ক্ষেত্রে **'প্রবৃত্তির উৎপত্তির' কারণ কী?** রজতকে রজতরূপে জ্ঞানের ক্ষেত্রে (যথার্থজ্ঞানের ক্ষেত্রে) এবং শুক্তিকে রজতরূপে জ্ঞানের ক্ষেত্রে (ভ্রমজ্ঞানের ক্ষেত্রে) রজতার্থীর 'প্রবৃত্তির' কারণ কী? প্রাভাকর মীমাংসকগণ যথার্থজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'প্রবৃত্তি'র কারণরূপে একটি অখণ্ড ও বিশিষ্টজ্ঞানকে স্বীকার করলেও ভ্রমজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির কারণস্বরূপ দুটি ভিন্ন জ্ঞানের—একটি প্রত্যক্ষজ্ঞান ও অন্যটি স্মরণাত্মকজ্ঞানের—ভেদ-অগ্রহণের (অর্থাৎ ভিন্নতা উপলব্ধি না করার) উল্লেখ করেন। অন্নংভট্টের অভিমত হল, এমন স্বীকার করার—যথার্থজ্ঞানে **'প্রবৃত্তির' কারণরূপে একটি বিশিষ্ট জ্ঞানকে এবং** অযথার্থজ্ঞানে **'প্রবৃত্তি'র কারণরূপে দুটি ভিন্নজ্ঞানের ভিন্নতার অগ্রহণকে (ভেদাগ্রহকে) কারণরূপে স্বীকার করার—কোন সঙ্গত যুক্তি নেই।** একইরকম কার্য (রজতার্থীর 'প্রবৃত্তি') একই রকম কারণ থেকে উৎপন্ন হয়, এমন স্বীকার করলে 'লাঘব' (গুণ) হয়, আর কারণের ভিন্নতা স্বীকার করলে 'গৌরব' (দোষ) হয়। 'লঘু' কারণ সম্ভব হলে 'গুরু'কে কারণরূপে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়। সত্যরজতস্থলে বিশিষ্টজ্ঞানকে কারণরূপে আর শুক্তিতে রজতভ্রমস্থলে ভেদ-বিশিষ্ট দুটি জ্ঞানকে কারণরূপে গণ্য করলে 'গৌরব' হয়। কাজেই, লাঘবের খাতিরে, 'প্রবৃত্তি' মাত্রের প্রতি **একটি বিশিষ্ট জ্ঞানকেই** 'কারণ' বলতে হয়, বলতে হয় যে—যথার্থজ্ঞানের ক্ষেত্রে (রজতে রজতের জ্ঞানের ক্ষেত্রে) একটি বিশিষ্টজ্ঞান যেমন 'প্রবৃত্তির' কারণ, অযথার্থজ্ঞানের ক্ষেত্রেও (শুক্তিতে রজতভ্রমের ক্ষেত্রেও) একটি বিশিষ্ট জ্ঞানই (দুটি ভিন্নজ্ঞানের সমন্বয় নয়) 'প্রবৃত্তির' কারণ।

উপরোক্ত কারণে নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট মীমাংসকদের অখ্যাতিবাদকে এক যুক্তিহীন মতবাদ বলেন। নৈয়ায়িকদের অভিমত অনুসারে, আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যথার্থজ্ঞান ও অযথার্থজ্ঞানের (ভ্রমজ্ঞানের) মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। ন্যায় মতে, জ্ঞানমাত্রই প্রমা নয়, কখনও কখনও আমাদের জ্ঞান অযথার্থ হয়। তবে এই অযথার্থজ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞান (যথার্থজ্ঞানের মতো) একটি অখণ্ড ও বিশিষ্টজ্ঞান, দুটি ভিন্নজ্ঞানের সমাহার নয়। শুক্তিতে যখন 'ইহা রজত', এই প্রকারে জ্ঞান হয় তখন সেখানে একটি জ্ঞানই থাকে, যে জ্ঞানের 'বিশেষ্য' হচ্ছে 'শুক্তি' আর 'প্রকার' বা বিশেষণ হচ্ছে 'রজতত্ব'। শুক্তিতে রজতত্ব থাকে না, রজতত্বের অভাবই থাকে। **এখানে একটি অখণ্ড বা বিশিষ্টজ্ঞানে রজতত্ব অভাববিশিষ্ট শুক্তি (বিশেষ্য বা ধর্মী) রজতত্ব-প্রকারক হওয়ায় জ্ঞানটি অযথার্থ বা ভ্রমাত্মক হয়েছে।** 'শুক্তিত্ব প্রকার-বিশিষ্ট' শুক্তি 'রজতত্ব-প্রকারবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ায় বিশিষ্ট জ্ঞানটি ভ্রান্ত হয়েছে। অন্নংভট্ট অপ্রমার লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন 'তৎ-অভাববতি (তদ্ভাববতি) তৎপ্রকারকঃ' ; অর্থাৎ যে বিষয় (ধর্মী) যে প্রকার-বিশিষ্ট (বিশেষণ বিশিষ্ট) নয়, সেই বিষয়কে সেই প্রকারবিশিষ্টরূপে জানলে জ্ঞান অযথার্থ হয়। শুক্তিতে রজতভ্রমে শুক্তিরজ্ঞান শুক্তিরূপে না হয়ে অন্যরূপে হয়, অর্থাৎ অন্যথাখ্যাতি ('খ্যাতি' অর্থে 'জ্ঞান') হয়। এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করার জন্য, ভ্রম সম্পর্কে ন্যায়-অভিমতকে বলা হয় অন্যথাখ্যাতিবাদ। ন্যায় মতে, **একটি বস্তুকে, যথা শুক্তিকে, অন্যরূপে অর্থাৎ রজতরূপে জানার জন্যই অর্থাৎ** অন্যথাখ্যাতির **জন্যই কোন ব্যক্তির** রজতপ্রাপ্তির **'প্রবৃত্তি' দেখা দেয়।**

এখানে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন হল, 'এক বস্তুতে অন্যবস্তু প্রতিভাত হয় কেন? **অন্যথাখ্যাতি হয় কেন?** শুক্তিতে রজতের ভ্রম হয় কেন? প্রশ্নোত্তরে নৈয়ায়িক বলেন, 'ইহা রজত', এই ভ্রমজ্ঞানে 'ইহা' অর্থাৎ পুরোবর্তী শুক্তি-অংশের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের লৌকিকসন্নিকর্ষ হয়, আর রজতাংশের সঙ্গে **অলৌকিক সন্নিকর্ষ** হয়, কেননা রজত বাস্তবত সেখানে থাকে না, অন্যত্র অবস্থান করে। এপ্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষ-জনিত রজতের প্রত্যক্ষকে নৈয়ায়িকগণ **'জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যাসত্তি'** বলেছেন। জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যাসত্তির দ্বারা দূরস্থ রজতের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। **এই প্রকারে, শুক্তি ও রজতের একীকরণই হল ভ্রমপ্রত্যক্ষ।** ভ্রমজ্ঞানে তাই দুটি ভিন্ন জ্ঞান থাকে না, একটিমাত্র বিশিষ্ট জ্ঞানই থাকে।